মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বৃহস্পতিবার, ১০ জুলাই ২০১৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

উপস্থিত সহকর্মীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে বাঙালি নারীদের অনন্য অবদান রয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের ১৯(৩) অনুচ্ছেদে সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ ও সম-সুযোগ নিশ্চিত করেন। তিনি বাঙালি নারীকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পথ দেখিয়েছেন।

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। সমাজের এ অর্ধেক অংশকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করাই এই মন্ত্রণালয়ের প্রধান দায়িত্ব বলে আমি মনে করি।

আমরা ১৯৯৬ সালের সরকারের সময় থেকেই নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছি। ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছি। এর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সকল মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪০টি মন্ত্রণালয়ের জন্য জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। আমরা গত বছর আইনটি যুগোপযোগী করেছি। আমরা জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ প্রণয়ন করেছি।

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১০, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। ইভটিজিং বন্ধে আমরা কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছি।

মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ স্ববেতনে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। ন্যাশনাল আইডি ও পাসপোর্টে বাবার পাশাপাশি মায়ের নাম সংযুক্ত করা হয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর আইনগত সহায়তা দেয়া হচ্ছে। সারা দেশে স্থানীয় পর্যায়ে ৪৪টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। নির্যাতিত নারীদের সার্বিক সহায়তার জন্য ৭টি জেলায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭ হাজার নারীকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:

সংসদ নেতা, স্পীকার, সংসদ উপনেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা চারজনই নারী। বিশ্বে এর দ্বিতীয় নজির নেই। ২০ জন নির্বাচিত সংসদ সদস্যসহ ৭০ জন নারী এমপি আছেন। ২০ শতাংশ নারী সংসদ সদস্য বিশ্বের খুব কম দেশেই আছে।

আমরা আইন করে স্থানীয় সরকারগুলোতে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ করেছি। পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করেও অনেক নারী নির্বাচিত হচ্ছে। ফলে গ্রাম পর্যন্ত নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়েছে।

২০১৩ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রির্পোট অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্বে ৭ম।

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন:

প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, বিচার বিভাগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থ ব্যবস্থাপনাসহ সকল কর্মে নারীর উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। নারীরা শান্তিরক্ষা মিশনেও সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে।

চাকুরীতে নারীর অধিক অমন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে গেজেটেড পদে ১০% এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পর্যায়ে ১৫% কোটা চালু আছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী কোটা ৬০% নির্ধারণ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন:

১০ লক্ষ ১২ হাজার দরিদ্র, বিধবা এবং দুঃস্থ নারীকে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ভাতা দেয়া হচ্ছে।

অসহায় নারী ও শিশু তহবিল গঠন করে তাদেরকে সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় বিত্তহীন নারীদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাড়ে সাত লক্ষ হতদরিদ্র নারীকে মাসিক ৩০ কেজি করে চাল দেয়া হচ্ছে।

১ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৮০ জন সন্তান সম্ভবা দরিদ্র মাকে খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণে মাসিক ৪০০ টাকা করে মাতৃত্বকালীন ভাতা দেয়া হচ্ছে।

প্রায় ১ লক্ষ কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাকে ৪০০ টাকা করে ভাতা দেয়া হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৬০০ অসচ্ছল প্রতিবন্ধীকে ৩০০ টাকা হারে ভাতা দেয়া হচ্ছে।

আমরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে নারী উদ্যোক্তাদের কম সুদে ও বিনা জামানতে ঋণ দিচ্ছি। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তাদের জন্য স্বতন্ত্র ডেস্ক খোলা হয়েছে। পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা দেয়া হচ্ছে। ''জয়িতা'' ও ''সোনার তরী'' চালু করা হয়েছে। বিসিক শিল্পনগরীতে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ১০ ভাগ শিল্প প্লট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ফান্ডের ১০ ভাগ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস খাতের ৮০ শতাংশ শ্রমিকই নারী।

বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নারীদের ভাষা, নার্সিং, গৃহ-পরিচর্যাসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ঋণ দেয়া হচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৮২ হাজার নারী কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশে গেছে। গত বছর সর্বোচ্চ ৫৬ হাজার ৪০০ নারী চাকুরী নিয়ে বিদেশে গেছেন।

গার্মেন্টসসহ শিল্পখাতে নারী-পুরুষ ভেদে সমমজুরী নিশ্চিত করা হয়েছে। যা অনেক উন্নত দেশেও নেই।

নারীর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। নারীদের জন্য আইটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন অনেক নারীও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছে। নারীদের জন্য ৪টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।

নারী শিক্ষা:

মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে এমডিজি ২ ও ৩ এর লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের প্রশংসা করেছে। আমরা এমডিজি এওয়ার্ড ও সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড পেয়েছি।

নারী স্বাস্থ্য:

মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকার সেগুনবাগিচায় একটি ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। মিরপুরে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে।

১০টি জেলায় ''নারী বান্ধব হাসপাতাল'' এবং উপজেলা পর্যায়ে ১৩৬টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বেশকিছু জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে।

১৯৯৭ সাল থেকে ২৮ মে ''নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস'' হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম চালু করা হয়েছে। মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জরুরী প্রসূতি সেবা দেয়া হচ্ছে। শিশু মৃত্যু হার ও মাতৃ মৃত্যু হার হ্রাসে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি।

কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে নারীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা হাসপাতলে মোবাইল ফোন স্বাস্থ্য সেবা চালু করা হয়েছে। এখান থেকে নারী ও শিশু রোগীরাই বেশি উপকৃত হচ্ছে। নারী ও শিশুর প্রতি বৈষম্য হ্রাসে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

কর্মজীবী মায়েদের জন্য ৬টি বিভাগীয় শহর ও ১৩টি জেলা শহরে মোট ৪৪টি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে। ৭টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে ডরমিটরি নির্মাণ করা হচ্ছে।

নারী ও শিশুর উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের টেকসই অগ্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব। তাই আমরা নারী ও শিশুর উন্নয়নে সর্বাত্মক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। শহরের পাশাপাশি গ্রামের নারীদের উন্নয়নেও কাজ করছি।

এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, পুরুষদের মানসিকতার পরিবর্তন। নারীরাই কন্যা, জায়া, জননী। নারীর সেই মর্যাদা সমাজের সর্বস্তরে নিশ্চিত করতে হবে। এ কাজটি শুরু করতে হবে পরিবার থেকে। বাইরে নারী মুক্তির কথা বলবেন আর ঘরে গিয়ে নারী নির্যাতন করবেন - এ হিপোক্রেসি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

দেশকে দ্রুত এগিয়ে নিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সমান অবদান রাখতে হবে। নারীকে সেভাবে তৈরি হতে হবে। অধিকার আদায় করে নিতে হবে। সেজন্য দেশের প্রতিটি নারীকে সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। শিক্ষিত হতে হবে।

নারীদের আরও উদ্যমী হতে হবে। নিজস্ব সামর্থ্যের ওপর আস্থা-বিশ্বাস রাখতে হবে। যোগ্যতা দিয়েই সমাজে জায়গা করে নিতে হবে। সরকার থেকে আমরা সব ধরনের সহায়তা দিয়ে যাবো।

আমরা চাই, নারীরা জাতীয় উৎপাদনে সমানভাবে এগিয়ে আসুক। তাহলেই আমরা উন্নত, সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে পারবো। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...